যুগান্তর

তারিখ 30 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

আবদুস সাত্তার মোল্লা

'যোগ্যতাভিত্তিক' শিক্ষাক্রম স্কুল শিক্ষার উপযোগী নয়

প্রায় এক যুগ ধরে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর) শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক (Competency-based) করা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। সে দাবিকে সত্য ধরে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বর্ধিতকরণের সরকারি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষাক্রমকেও প্রান্তিক যোগ্যতাভিত্তিক (Terminal Competency) করে পরিমার্জন করার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রতি নির্দেশ জারি করেছে। সরকারি নির্দেশ মান্য করা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সরকারি কর্মকর্তাদের অবশ্য কর্তব্য। তবে শিক্ষার মতো একাডেমিক বিষয় নিয়ে একাডেমিক আলোচনা জরুরি। এরূপ আলোচনায় বেরিয়ে আসবে শিক্ষায় যথার্থে কী কাজ আমাদের করণীয়, আর কোনটি বর্জনীয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী দেশ, জাতি ও সমাজ পরিবর্তনের ধারায় যুগে যুগে কিছুটা পরিবর্তন হয়; আবার শিক্ষার কিছু শাশ্বত উদ্দেশ্যও রয়েছে। আমেরিকান শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী বেঞ্জামিন স্যামুয়েল ব্লুম তার দলের সদস্যদের নিয়ে ১৯৫৩ সাল থেকে প্রায় চার বছর গবেষণা করে ১৯৫৬ সালে আধুনিক যুগে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলোকে তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। এগুলো হচ্ছে— ১. জ্ঞানমূলক (Cognitive), ২. আবেগ সংক্রান্ত (Affective) এবং ৩. মনোপেশিজ (Psychomotor) ক্ষেত্র। প্রথম ক্ষেত্রটি হচ্ছে কোনো বিষয় জানা, বোঝা, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ (সৃষ্টি) বা মূল্যায়ন করতে পারার। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি কোনো বিষয়ের প্রতি আবেগ থাকা বা দরদ তৈরি হওয়া বিষয়ক; প্রথম ক্ষেত্রের বিষয়গুলো ভালোমতো জানা-বোঝা হলে সেগুলোর প্রতিও শিক্ষার্থীর দরদ আসে। আর এরূপ দরদ, ভালোবাসা বা মায়া তৈরি হলে 'জ্ঞানী' ও 'দরদি' মানুষ (শিক্ষার্থী) কিছু কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং প্রয়োজনীয় 'মনোপেশিজ' দক্ষতা অর্জন করে। এসব দক্ষতা বা যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে তারা নির্বেদিত কর্মীতে পরিণত হয়। তাই যোগ্যতা বা দক্ষতা বলতে কোনো কিছু করার সামর্থ্যকে বোঝায়; এসব সামর্থ্যের কিছু চিন্তন ক্ষেত্রে পড়তে পারে; তবে এগুলো প্রধানত মনোপেশিজ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। কোনো বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হোক বা না হোক, সব মানুষকেই কোনো পেশার উপযোগী আনুষ্ঠানিক (Formal) বা উপানুষ্ঠানিক (Non-formal) 'প্রশিক্ষণ' নিয়ে দক্ষতা বা যোগ্যতা অর্জন করে কর্মে নিয়োজিত হতে হয়।

উপর্যুক্ত তিনটি ক্ষেত্রের সব উদ্দেশ্যই শিক্ষার্থীর অর্জন করা প্রয়োজন। এতে শিক্ষা সার্বিক (Holistic) হয়। অথচ শুধু যোগ্যতাভিত্তিক (Competency-based) শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য মানুষকে কোনো নির্দিষ্ট পেশায় যোগ্য (Competent) করে তোলা। তাই সারা পৃথিবীতে শিক্ষকতা, চিকিৎসা শাস্ত্র, নার্সিং, কলকারখানার কাজ, গাড়ি চালনা ইত্যাদি কারিগরি ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য যোগ্যতা বা দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষার কোর্স সমাপ্ত করেও ডিগ্রিধারীরা সরাসরি কোনো পেশায় নিয়োজিত হতে পারে। তাই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সব বিষয়ের শিক্ষাক্রমই যোগ্যতাভিত্তিক (Competency-based) হওয়া সম্ভব। কিন্তু এরূপ শিক্ষাক্রম সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরের জন্য উপযোগী নয়। এ স্তরের শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক করা হলে শিক্ষা বালক-বালিকা বা তরুণ-তরুণীদের দেশপ্রেমিক, যথাযোগ্য নৈতিক মানসম্পন্ন ও মননশীল করে গড়ে তোলার পরিবর্তে শুধু নির্দিষ্ট কিছু কাজে দক্ষ যান্ত্রিক মানুষে পরিণত করতে পারে।

> প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষাক্রমে ব্যবহৃত শব্দাবলী সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যাবে। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষাক্রমের সর্বশেষ ধাপে 'শিখনফল' নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেগুলো অর্জনের উপযোগী বিষয়বস্তুই পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ফ্রান্সের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ জে. ডেলরস (১৯৯৬) অবশ্য ভাবাবেগের ক্ষেত্রকে শিক্ষার উদ্দেশ্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে সমন্বয় করে সব স্তরের জন্যই সমন্বিত (Integrated) যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম তৈরি করা যায় বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু গত দেড় যুগেও পৃথিবীর কোথাও তা সফল হওয়ার নজির নেই। বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে মুদ্রিত পুস্তক ঘাঁটাঘাঁটি করারও দরকার হয় না : যে কোনো ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিনে Competency-based curriculum লিখে সার্চ দিলেই দেখতে পাবেন ৬০-৭০ ভাগ তথ্য চিকিৎসাশাস্ত্র ও নার্সিং এবং বাকি ৩০-৪০ ভাগ শিক্ষকতা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স বা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ধারার শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত। সাধারণ বিদ্যালয়ের জন্য দু-চারটি তথ্য পেলে দেখবেন তা বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া বা আফ্রিকার কোনো দেশে (যেমন, তানজানিয়া) পঠিতদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কিত।

বাস্তবে ডেলরস অর্থনীতি ও রাজনীতিতে খ্যাতিমান হলেও ইউনেস্কোর কাছে জমা দেয়া তার *Education: The treasure within* শীর্ষক প্রতিবেদন ব্লুমের শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলোকে শ্রেণীকরণের সঙ্গে তুলনীয় একাডেমিক মানের কাজ নয়। ডেলরস শিক্ষার জন্য যে চারটি স্তম্ভ (Pillars: 1. Learning to know, 2. Learning to do, 3. Learning to be & 4. Learning to live together) বর্ণনা করেছেন তার প্রথমটিকে আমার কথার ফুলঝুরি (Word jargon) বলে মনে হয়। কারণ, 'জানা'ই জ্ঞানচর্চার গোড়ার বিষয়— এটিকে 'জানতে শেখা' (Learning to know) আকারে বর্ণনা করা বেশুরো ঠেকে; এর উদ্দেশ্য অন্য তিনটির সঙ্গে একে মেলানো (জোর করে!)। তাই ডেলরসের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত ধারণা সর্বজনগ্রাহ্য বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি।

বাংলাদেশে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম সাধারণ শিক্ষায় আমদানি করা হয়েছে ভারতীয় শিক্ষা পরামর্শক আদর্শ গাঙ্গার পরামর্শে। গাঙ্গার পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত নয় এবং Google/Scholar-এ সার্চ দিয়ে তার রচিত কোনো পুস্তক বা জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের সন্ধান মেলেনি; তার ১৯৯২ সালে প্রীসভায় উপস্থাপিত ঐকটি মাত্র সেমিনার (শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ক) প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া গেছে— সেটিও ভারত ও বাংলাদেশের শিক্ষা নিয়ে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ডুলবগত যোগ্যতাভিত্তিক করে ফেলায় কি এ স্তরের শিক্ষার্থীদের আমরা যান্ত্রিক করে ফেলছি না? আসলে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম 'যোগ্যতাভিত্তিক' করাই হয়নি; শুধু এ শব্দটি অপ্রয়োজনীয়ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষাক্রম তৈরি ও পরিমার্জন করা হয় জাতির সামগ্রিক শিক্ষার কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য। পরে নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলোকে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য বিভাজন করা হয় এবং কোনো নির্দিষ্ট স্তরের বিষয় বা শ্রেণীভিত্তিক উদ্দেশ্যগুলোকে শ্রেণী বা বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে সুনির্দিষ্ট, সূক্ষ্ম ও আচরণিক উদ্দেশ্যে ভাগ করা হয়; এগুলোকে বলা হয় 'শিখনফল' (Learning outcome)। শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলোকে শিখনফলের মতো সুনির্দিষ্ট, সূক্ষ্ম ও আচরণিক করে তৈরি করায় পাঠ্যপুস্তকের জন্য এসব অর্জন-উপযোগী বিষয়বস্তু রচনা করা সহজ হয় এবং শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করতেও সুবিধা হয়। বাংলাদেশে কোনো স্তরের জন্য নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলোকে প্রথমে বিষয়ভিত্তিক করে, পরে প্রতিটি বিষয়ের উদ্দেশ্যগুলোকে ওই স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী শিখনফলে বিভাজন করা হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরের শিক্ষাক্রম মূলত একই ধারায়।

প্রাথমিক স্তরের বর্তমান শিক্ষাক্রমে ১৩টি 'উদ্দেশ্য' নির্ধারণ করে সেগুলোকে ২৯টি 'প্রান্তিক যোগ্যতায়' বিভাজন করা হয়েছে। এগুলোকে পরে নির্দিষ্ট বিষয়ের অধীনে শ্রেণীভিত্তিক 'প্রান্তিক যোগ্যতা'য় পুনরায় বিভাজন করে শেষ পর্যন্ত সূক্ষ্ম আচরণিক শিখনফলে রূপ দেয়া হয়েছে। এভাবে এ স্তরের শিক্ষাক্রম 'যোগ্যতাভিত্তিক' করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়। এবার দাবিটির সারবত্তা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

নির্ধারিত ১৩টি উদ্দেশ্যের প্রথমটি হচ্ছে : আল্লাহতায়ালা/সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস ও পিতর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং সব ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। এটিকে ভেঙে তিনটি তথাকথিত "প্রান্তিক যোগ্যতা" তৈরি করা হয়েছে : ১. সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা/সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন, সব সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসায় উদ্দীপ্ত হওয়া; ২. নিজ নিজ ধর্মপ্রবর্তকের আদর্শ এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করা এবং ৩. সব ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত এবং শ্রদ্ধাশীল হওয়া। বলা বাহুল্য, 'আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনে', 'ভালোবাসায় উদ্দীপ্ত হতে' বা 'শ্রদ্ধাশীল হতে' কোনো ব্যক্তি যোগ্য (Competent) বা দক্ষ (Skilled) বলা হাস্যকর। এগুলো প্রকৃতপক্ষে ভাববেধের ক্ষেত্রে অবস্থিত 'সাধারণ উদ্দেশ্য'; যোগ্যতা বা দক্ষতা নয় মোটেই। বাস্তবে ১৩টি বেশি প্রণত আর ২৯টি কম প্রণত উদ্দেশ্য। 'প্রান্তিক' শব্দটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় শিক্ষাক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে। এটির ব্যবহারও 'অতিকথন' (Superfluous); কারণ, কোনো স্তরের শিক্ষার জন্য নির্ধারিত উদ্দেশ্য ওই স্তরের শিক্ষা শেষেই অর্জিত হয়। এখানে 'প্রান্তিক' শব্দ ব্যবহার করা বা না করায় কিছু যায় আসে না।

তাহলে কী করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড? যেহেতু প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রমই যোগ্যতাভিত্তিক করা হয়নি; 'যোগ্যতা' শব্দটি অপ্রয়োজনীয়ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র, সেহেতু যৌক্তিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে 'যোগ্যতা' শব্দটির পরিবর্তে প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে 'উদ্দেশ্য' বা 'শিখনফল' শব্দ ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। এতে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষাক্রমে ব্যবহৃত শব্দাবলী সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যাবে। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষাক্রমের সর্বশেষ ধাপে 'শিখনফল' নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেগুলো অর্জনের উপযোগী বিষয়বস্তুই পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুতরাং শুধু সমতিবিধানের জন্য (মানোন্নয়নের প্রয়োজন না হলে) পাঠ্যপুস্তকও পরিবর্তন করার দরকার হবে না।

আবদুস সাত্তার মোল্লা : উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি
asmolla@ymail.com